সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে একটি প্রস্তাবনা

মো. আবুল বাশার, মো. দিদার চৌধুরী

এবারে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাসের এই হার আরও বৃদ্ধি পাবে। পাশের হারের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে আমাদের দেশের শিক্ষা এগিয়ে যাচ্ছে। তবে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এটা শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়ন, যা গুণগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। কেননা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ের নিয়ামক হিসেবে পরিমাণ ও গুণগত বৃদ্ধিকে বিবেচনা করা হয়। আর এজন্য শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ চালিয়ে যাচ্ছেন নানামুখী কার্যক্রম। সরকার আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নয়ন উপযোগী অনেক রকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন শুরু করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী মনিটরিং ও মেনটরিং কার্যক্রম পরিচালনা, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ, ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষম করে তোলা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গসমতা অর্জন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর প্রশিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, ভালোমানের স্কুলের পাঠ পরিচালনা কার্যক্রম সরাসরি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য উপাদানগুলো হচ্ছে পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি, উপযুক্ত শিখন-শেখানো পরিবেশ, কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান, উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি, যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি। যোগ্য শিক্ষক ছাড়া সুশিক্ষা সম্ভব নয়। শিক্ষকের এ যোগ্যতা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে হালনাগাদ রাখার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে জড়িত রাখা। এটা কেবল আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব তা নয়। এজন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এ ধরনের সুযোগ সীমিত অথবা নেই বললেই চলে। তাছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একই শিক্ষক দীর্ঘসময় ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ফলে তাদের মাঝে এক ধরনের একঘেয়েমি দেখা দেয়। আবার বর্তমানে দেয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা না বাড়িয়ে অন্যত্র বদলির কথা বললেই মানবিকতার প্রশ্ন সামনে চলে আসে। তাই শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ধারা বজায় রাখার জন্য আমরা সাব-ক্লাস্টারভিত্তিক কিছু উন্নয়ন ভাবনা তুলে ধরছি। তবে এটাই চূড়ান্ত কোন পরিকল্পনা নয়। এর সঙ্গে ভিন্ন ভাবনা সমন্বয় করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আমাদের উন্নয়ন ভাবনার প্রধানত চার ধরনের কাজ।

প্রথমত : ৩/৪টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে একটি সাব-ক্লাস্টার গঠন করা যেতে পারে। প্রতি ২ বছর পরপর সাব-ক্লাস্টারের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শাখার যেমন: কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান শাখার শিক্ষক বদলি ও সমন্বয় করা যেতে পারে। একজন শিক্ষক দু'বছরের জন্য বদলিকৃত বিদ্যালয়ে কাজ করবেন। দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি তার মূল বিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন। তবে বদলিকৃত শিক্ষক তার পূর্ববর্তী মূল বিদ্যালয় হতেই বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করবেন।

এর ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে তা হচ্ছে, ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল বিনিময় হবে, শিক্ষকের বিভিন্ন দক্ষতার আদান-প্রদান হবে, শিক্ষার্থীরা দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাবে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পাবে, শিক্ষকদের মধ্যে নতুন বিদ্যালয়ে কাজ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিতা তৈরি হবে, বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক শৃংখলা বজায় থাকবে সর্বোপরি বিদালয়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হবে।

দ্বিতীয়ত : সাব-ক্লাস্টারের আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থী সমন্বয় করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই, অনেক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ আবার অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংকট। এ দ্বিমুখী অবস্থার পরিবর্তনে শিক্ষার্থী সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ৪০ বজায় রেখে শিক্ষনীতি বাস্তবায়ন একধাপ এগিয়ে নেয়া সহজ হবে, শ্রেণীকক্ষে এ অনুপাত ১ : ৪০ বজায় থাকলে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কাজ বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ হবে, শিক্ষকের উপর থেকে চাপ কমবে, বিদ্যালয়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক মূল্যায়ন তথা ধারাবাহিক মূল্যায়নসহ সব মূল্যায়ন সহজ ও নৈর্ব্যক্তিক হবে, ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতাধীন শ্রেণীর কাজ, বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ এবং শ্রেণী অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা সহজ হবে, শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, শিক্ষকের পক্ষে সব শিক্ষার্থীকে মনিটর করা ও ফিডব্যাক প্রদান করা সহজ হবে, শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা সহজ হবে ও ক্ষেত্রভেদে শিক্ষার্থী সংকট-আধিক্য দূর হবে।

তৃতীয়ত : ক্লাস্টার পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি সাব-ক্লাস্টার মিলে একটি ক্লাস্টার গঠিত হতে পারে। সাব-ক্লাস্টারের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পালাক্রমে এক বছর করে ক্লাস্টারের অফিসার-ইন-চার্জের দায়িত্ব পালন করবেন। যখন যে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ক্লাস্টার প্রধান হবেন তার বিদ্যালয়ে ক্লাস্টার এর অফিস হবে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সাব-ক্লাস্টারের অন্তর্গত অপরাপর প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ও প্রধান শিক্ষক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা হবে। ক্লাস্টারের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হবে যথাক্রমে সাব-ক্লাস্টারগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় করা, শিক্ষক বদলি ও অগ্রগতি যাচাই-বাছাই, শিক্ষার্থী সমন্বয়ের উপযোগিতা যাচাই-বাছাই ও শিক্ষার্থী সমন্বয়ের সুপারিশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে প্রেরণ, শিক্ষা উপকরণ মেলার আয়োজন, ডিজিটাল কনটেন্ট প্রদর্শনী, মেলার আয়োজন করে তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, চাকরিকালীন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণে সহযোগিতা, বিজ্ঞান মেলার আয়োজন, সামাজিক বিজ্ঞান মেলার আয়োজন, গণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, সাব-ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর যেসব শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষণ উপকরণ, ডিজিটাল কনটেন্ট ও পাঠপরিকল্পনা তৈরি ও ব্যবহার করে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাদের তালিকা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করে উপজেলা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করা, সাব-ক্লাস্টারভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, রিসোর্স সেন্টারের সমন্বয়ক ও বিভিন্ন বিষয়ের ল্যাব টেকনিশিয়ান নির্বাচন করে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে সুপারিশসহ তালিকা প্রেরণ করা, ক্লাস্টারের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আন্তঃবিদ্যালয় সুপারভিশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

চতুর্থত : ক্লাস্টারভিত্তিক রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা করা যেতে পারে। সাব-ক্লাস্টারের মধ্যবর্তী সুবিধাজনক স্থানে প্রত্যেক ক্লাস্টারে একটি রিসোর্স সেন্টার থাকবে। এ রিসোর্স সেন্টার তথ্যভাণ্ডার ও শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে যাবে। শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এ রিসোর্স সেন্টারের ভূমিকা অনন্য। রিসোর্স সেন্টারের একজন সমন্বয়ক থাকবেন। সামাজিক বিজ্ঞান ল্যাব, বিজ্ঞান ল্যাব, গণিত ল্যাব, ভাষা শিক্ষা ল্যাব (বাংলা ও ইংরেজি ১ জন করে), আইসিটি ল্যাব ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের ল্যাব টেকনিশিয়ান একজন করে এবং ৪/৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়ে রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হবে। সাব-ক্লাস্টারের অন্তর্গত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরাই বিভিন্ন বিষয়ের ল্যাব টেকনেশিয়ানের দায়িত্ব এক বছরের জন্য পালন করবেন। তারা প্রতিদিন (ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করবেন। তবে তারা তখন বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম হতে বিরত থাকবেন। পর্যায়ক্রমে ক্লাস্টারের প্রধান-সহকারী প্রধান শিক্ষক রিসোর্স সেন্টারের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। রিসোর্স সেন্টারের প্রধান কাজগুলো হবে, প্রত্যেক সাব-ক্লাস্টারের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলোকে রিসোর্স সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান, বিষয়ভিত্তিক (বিজ্ঞান-সামাজিক বিজ্ঞান-গণিত-ভাষা-ব্যবসায় শিক্ষা) উপকরণ তৈরিতে সহায়তা করা, বিষয়ভিত্তিক উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মেরামত করা, ক্লাস্টারের উপকরণ মেলা (বিজ্ঞান-সামাজিক বিজ্ঞান-গণিত-ব্যবসায় শিক্ষা-ভাষা বিষয়ক), বিজ্ঞান মেলা, সামাজিক বিজ্ঞান মেলা, গণিত মেলা, ডিজিটাল কনটেন্ট মেলায় সহযোগিতা করা, বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও প্রয়োগে সহায়তা করা, কার্যকরী পাঠপরিকল্পনা সংরক্ষণ ও বিস্তরণে সহায়তা করা, তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল মনোভাব ও আগ্রহ তৈরি হয় এমন শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করা, প্রতি মাসে রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করা, ক্লাস্টারের অন্তর্গত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, ক্লাস্টারের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন বছরের ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা ও কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারে সুপারিশ করা, বিদ্যালয় ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করা, জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে সহায়তা করা, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, সুনির্দিষ্ট নিয়ামকের ভিত্তিতে ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি। সাব-ক্লাস্টার, ক্লাস্টার ও রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়ন ভাবনাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষার নীতি নির্ধারণে জড়িত ব্যক্তিরা ও অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এ পরিকল্পনার সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপই পারে বর্তমানে বহুল আলোচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে স্থানীয় ভিত্তিক সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হবে। পাবলো পিকাসো বলেছেন, 'কর্মই হচ্ছে সব সাফল্যের মূলভিত্তি'। কাজেই সমস্যা বা বাধার কথা বলে বসে থাকার মতো সময় ও সুযোগ নেই। সময়োপযোগী ভাবনার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কর্ম শুরু করতে হবে। তাহলেই সাফল্য আসবে।

[**লেখকদ্বয়** সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক।]